মাননীয়,

জেলা জজ আদালত ফেনী

জেলা-ফেনী।

দেওয়ানী আপীল মামলা নং-   /১৮ইং

তাঁহার দেওয়ানী আপীল এখতিয়ারাধীন

১। আনোয়ারা বেগম জং-সুজা মিয়া, সাং-উত্তর যশপুর।

২। হালিমা খাতুন জং- আলী হোসেন সাং- উত্তর পানুয়া

সর্ব উপজিলা- ছাগলনাইয়া, জিলা-ফেনী।

বিবাদী অ্যাপীল্যান্টগন

বনাম

১। মোহাম্মদ ইদ্রিচ, পিতা-মৃত আহাম্মদ মিয়া, সাং- পশ্চিম ছাগলনাইয়া, উপজিলা- ছাগলনাইয়া, জিলা-ফেনী।

বাদী /রেসপনডেন্ট

২। ফয়েজ আহাম্মদ

৩। নজির আহাম্মদ সর্ব পিতা- আবদুল ছোবহান সাং- পশ্চিম ছাগলনাইয়া।

৪। জালাল আহাম্মদ

৫। বেলাল আহাম্মদ সর্ব পিতা- মৃত ছিদ্দিক মিয়া, সাং- পশ্চিম ছাগলনাইয়া।

৬। কালা মিয়া

৭। আবুল বশর

৮। দেলোয়ার হোসেন

৯। আবুল কালাম সর্ব পিতা মৃত মুন্সি মিয়া, সাং- পশ্চিম ছাগলনাইয়া।

১০। ময়না বেগম

১১। মোঃ আবুল বশর সর্বপিতা-মৃত তোফাজ্জল হোসেন, সাং- পশ্চিম ছাগলনাইয়া।

১২। মোঃ ইদ্রিছ মেস্তরী, পিতা- মৃত আজ্জম, সাং- পশ্চিম ছাগলনাইয়া।

১৩। সবুজ মিয়া, পিতা- মৃত আবদুল ছোবহান সাং- পশ্চিম ছাগলনাইয়া।

সর্ব উপজেলা- ছাগলনাইয়া, জেলা- ফেনী।

বিবাদী/ রেসপনডেন্টগন

সূত্রঃ- বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত ছাগলনাইয়া, ফেনী এর দেওয়ানী মামলা নং ৫৬/১৫ইং এর বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ জনাব মহিউদ্দিন সাহেব কর্তৃক বিগত ৩০/১০/২০১৭ইং তারিখের একতরফা রায় ও আদেশ ও বিগত ২/১১/২০১৭ইং তারিখের তর্কিত স্বাক্ষরিত ডিক্রী এর দ্বারা বিবাদী/আপীল্যান্টগন নেহায়েত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া তাহা বাতিল করার জন্য উক্ত অজুহাত সহ নিম্ম অজুহাতে অত্র আপীল মামলা আনয়ন করিতেছে।

অযুহাত সমূহ এইঃ

১। বিজ্ঞ নিম্ম আদালত আইন, ইক্যুইটি ও নথিস্থ প্রমানের পরিপন্থি ভাবে তর্কিত একতরফা রায় ও আদেশ এবং ডিক্রী দিয়া বে-আইনী ও বেদাড়া কাজ করিয়াছেন।

২।	বিজ্ঞ নিম্ম আদালত বাদীর দাখিলীয় কাগজপত্র অবিশ্বাস করিয়া বাদীর মামলা মিথ্যা গন্যে ডিসমিস না করিয়া তর্কিত রায় ও ডিক্রী দিয়া বেআইনী ও বেদাড়া কাজ করিয়াছে।

৩।	বিজ্ঞ নিম্ম আদালত বাদীর স্বাক্ষীকে অবিশ্বাস করিয়া বাদীর মামলা প্রমান করিতে ব্যর্থ হইয়াছে সাব্যস্ত করিয়া বাদীর মামলা ডিসমিস করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া তর্কিত রায় ও ডিক্রী দিয়া বেআইনী কাজ করিয়াছে।

৪।	বিজ্ঞ নিম্ম আদালত Judicial Mind Apply না করিয়া মনগড়া ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়া একতরফা রায় ও ডিক্রী দিয়া আইনের পরিপন্থি কাজ করিয়াছেন হেতু তাহা রদ ও রহিত হইবে।

৫।	বিজ্ঞ নিম্ম আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল যে, বাদী ১/২নং বিবাদী/অ্যাপীল্যান্ট একই পিতার একপুত্র ও দুই কন্যা হয়। বিবাদী/আপীল্যান্টগন নালিশী ভূমির অর্ধাংশে উত্তরাধিকারী সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় নালিশী মামলায় বিজ্ঞ আদালত সঠিক ও আইনানুগভাবে বাদী/রেসপন্ডেন্টের জ্ঞাত সারে ০৫ শতক ভ,মিতে প্রাথমিক ও ফাইনাল ডিক্রী প্রদান করা সঠিক ও আইনানুগ ছিল মর্মে সাব্যস্ত করিয়া বাদীর মামলা ডিসমিস না করিয়া তর্কিত রায় ও ডিক্রী দিয়া আইন ও নজিরের পরিপন্থি কাজ করিয়াছেন হেতু তাহা বাতিল হইবে।

৬।	বিজ্ঞ নিম্ম আদালত বিচার্য বিষয় গঠন না করিয়া অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া তর্কিত একতরফা রায় আদেশ ও ডিক্রী দিয়া আইনের পরিপন্থি কাজ করিয়াছেন হেতু তাহা বাতিল হইবে।

৭।	বিজ্ঞ নিম্ম আদালত হইতে বিবাদী/আপীল্যান্টের প্রতি সমন, নোটিশ যথারিতী জারী হওয়ায় বিবাদী/আপীল্যান্টগন মামলা সম্পর্কে অবগত হইয়া বিজ্ঞ নিম্ম আদালতে দেং ২৪/০৭ ইং মামলায় চুড়ান্ত বিচার কার্য্য চলিতেছে মর্মে বাদী/রেসপনডেন্ট উক্ত মামলায় বর্ননা দিয়া প্রতিযোগীতা করার সুযোগ থাকার বিষয় উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত দিয়া প্রতিযোগীতা করার পর ও বিজ্ঞ নিম্ম আদালত তাহা অগ্রাহ্য করতঃ অত্র আপীল সংক্রান্ত মামলার কার্য্যক্রম পরিচালনা করে এবং দেওয়ানী ২৪/০৭ইং মামলার চুড়ান্ত ডিক্রীর কার্য্যক্রম গ্রহন করিয়া বিবাদী আপীল্যান্টগনকে চুড়ান্ত ডিক্রী দিয়া থাকেন। বিজ্ঞ নিম্ম আদালত রায় ও ডিক্রী দিয়া ন্যায় বিচারের বিঘ্ন ঘটায় তর্কিত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে।

৮।	বিজ্ঞ নিম্ম আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল যে, আর্জির ‘খ’ তফসিলের ভ,মিতে স্বীকৃত মতে আহাম্মদ আলী ওরপে আহাম্মদ মিয়া মালিক থাকিয়া মৃত্যুকালে ১নং বাদী/রেসপনডেন্টকে পুত্র এবং ১/২নং বিবাদী/আপীল্যান্টগনকে ২কন্যা ওয়ারিশ রাখিয়া যাওয়ায় বিবাদী/আপীল্যান্টগন অর্ধাংশে ০৫ শতক ভ,মিতে উত্তরাধিকারীত্ব¡ অর্জন

করায় এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিক দখলকার থাকায় এবং উক্ত ০৫ শতক ভ,মি বাবত বন্টনের ডিক্রী পাওয়ার জন্য ছাগলনাইয়া সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী ২৪/০৭নং মামলা আনয়ন করিয়া বাদী/রেসপনডেন্টকে ১নং বিবাদী করিয়া থাকে। বিজ্ঞ আদালত হইতে ১নং বাদী/রেসপনডেন্ট এর প্রতি আদালত যোগে ও ডাকযোগে যথারিতী সমন জারিয়ান্তে নথির সামিল থাকা স্বত্তে¡ও ১নং বাদী/রেসপনডেন্ট নালিশী দেং-২৪/০৭ইং মামলায় হাজির না হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত সঠিক ও আইনানুগভাবে বিগত ১৪/৭/০৯ইং তারিখের রায় ও বিগত ১৬/৭/০৯ইং তারিখের ডিক্রী প্রদান করিয়া থাকে। বাদী/রেসপনডেন্ট উক্ত প্রাথমিক রায় ও ডিক্রী সম্পর্কে অবগত থাকার পরও কোন পদক্ষেপ গ্রহন না করায় এবং রায় ডিক্রী মতে বিবাদী আপীল্যান্টগনকে রায় ও ডিক্রীর ৯০দিনের মধ্যে আপোষে ভাগ বন্টন করিয়া না দেওয়ায় বিবাদী/আপীল্যান্টগন মেয়াদান্তে বিগত ৯/৬/১৫ইং তারিখে আদালত যোগে বন্টনের ফাইনাল ডিক্রী পাওয়ার জন্য প্রার্থনা আনয়ন করিলে বিজ্ঞ আদালত হইতে বিজ্ঞ সার্ভে অভিজ্ঞ এডভোকেট জনাব আবদুল মালেক (১) কে এডভোকেট কমিশনার নিয়োগ করিলে তিনি বিগত ৬/১০/১৫ইং তারিখে বাদী/রেসপনডেন্টের উপস্থিতিতে ও স্বাক্ষাতে স্থানীয়ভাবে তদন্ত করিয়া বিজ্ঞ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিলে বিজ্ঞ আদালত তাহা বিনা আপত্তিতে গ্রহনে বিগত ১০/১১/১৫ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহন করিয়া বিগত ২৪/১১/১৫ইং তারিখে বন্টনের চুড়ান্ত ডিক্রী প্রস্তুত ক্রমে বিগত ৩০/১১/১৫ইং তারিখে বন্টনের চুড়ান্ত ডিক্রী প্রদান করিয়া থাকেন। অতঃপর ১নং বাদী/রেসপনডেন্ট নালিশী দেওয়ানী ২৪/০৭ইং মামলায় যাবতীয় বিষয় অবগত থাকিয়া বিবাদী/আপীল্যান্টগনকে অযথা হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য সম্পূর্ন মিথ্যা ও কাল্পনিক উক্তিতে দেওয়ানী ৫৬/১৫ইং মামলা আনয়ন করিয়া বিবাদী/আপীল্যান্টগনকে মামলার চুড়ান্ত ডিক্রির বিষয় সম্পূর্ন গোপন রাখিয়া বিজ্ঞ নিম্ম আদালতের উপর ঋৎড়ঁফ চৎধপঃরপব ক্রমে তর্কিত একতরফা রায় ও ডিক্রী হাসিল করায় তাহা সর্বাবস্থায় অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে।

৯। বিজ্ঞ নিম্ম আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল যে, নালিশী ‘খ’ তফছিলের ভ,মিতে পশ্চিম ছাগলনাইয়া মৌজার সিএস ১৩৩নং খতিয়ানের সাবেক ১৫৭৫ দাগে ও ১৫৭৬ দাগে ২৬ শতক ভ,মিতে আহাম্মদ মিয়া মালিক থাকিয়া মৃত্যুকালে বাদী/রেসপনডেন্ট ও বিবাদী/আপীল্যান্টদ্বয়কে পুত্র কন্যা ওয়ারিশ রাখিয়া যাওয়ায় তাহাতে বিবাদী/আপীল্যান্টগন উভয়ে ১৩শতক ভ,মিতে মালিক থাকিয়া ১২নং বিবাদী/রেসপনডেন্টের নিকট ০৮শতক ভ,মি বিক্রী বাদ বক্রী ০৫শতক ভ,মিতে এবং ১নং বাদী/রেসপনডেন্ট বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বাদ প্রায় ০৫শতক ভ,মিতে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় বিবাদী/আপীল্যান্টগন স্ব স্ব স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করার

কারণে ১নং বাদী/রেসপনডেন্ট ভবিষ্যত দূরভিসন্ধিতে বিবাদী/আপীল্যান্টগনের অজান্তে জরিপ কর্মচারীগনকে বাধ্য করিয়া বিবাদী/আপীল্যান্টের মালিকানার হিস্যা লেখাইয়া এবং বাদীর/রেসপনডেন্টের হিস্যা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত দেখাইয়া মালিকানার অতিরিক্ত রেকর্ড করিয়া অতিরিক্ত ভ,মি দাবী করিয়া বিএস ডিপি ১৪৩১নং খতিয়ান সৃজনে বিগত ২৫/৪/০৭ইং তারিখে বিবাদী/আপীল্যন্টগনের প্রাপ্ত ভ,মি আপোষে ভাগ বন্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করায় বিবাদী/আপীল্যান্টগন বাদী হইয়া দেওয়ানী ২৪/০৭ মামলা আনয়ন করায় এবং উক্ত মামলায় বিজ্ঞ নিম্ম আদালত সঠিক ও আইনানুগভাবে বন্টনের প্রাথমিক ও চুড়ান্ত ডিক্রী দেওয়ায় বিজ্ঞ নিম্ম আদালত তাহা হৃদয়াঙ্গম করিতে ব্যর্থ হইয়া দেওয়ানী ৫৬/১৫ইং মোকদ্দমার একতরফা বেআইনী রায়, আদেশ ও ডিক্রী দ্বারা তাহা রদ ও রহিত করায় ন্যায় বিচারে তর্কিত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে।

১০। বিজ্ঞ নিম্ম আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল যে, নালিশী 'খ' তফছিলের ভ,মি বাবত বিগত ১৪/৭/২০০৯ইং তারিখের রায় ও বিগত ১৬/৭/২০০৯ইং তারিখের প্রাথমিক ডিক্রীর বিষয় বাদী/রেসপনডেন্টগন জানিয়া শুনিয়া দীর্ঘদিন চুপচাপ থাকিয়া পরবর্তীতে বিবাদী আপীল্যান্টগন বন্টনের চুড়ান্ত ডিক্রী পাওয়ার জন্য আবেদন করার পর চুড়ান্ত ডিক্রীর আদেশ চলা অবস্থায় অত্র আপীল সংক্রান্ত মামলা আনয়ন করিয়া নালিশী দেওয়ানী ২৪/০৭ইং মামলার চুড়ান্ত ডিক্রীর কার্য্যক্রমের উপর স্থগিতা আদেশ না চাহিয়া নতুন ভাবে দেওয়ানী ৫৬/১৫ইং মামলা আনয়ন করায় এবং উক্ত মামলায় বন্টনের চুড়ান্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার দাবী না করায় বাদী/রেসপনডেন্ট এর আনীত দেওয়ানী ৫৬/১৫ইং মামলার তর্কিত একতরফা রায় আদেশ ও ডিক্রী সম্পূর্ন বে-আইনী হেতু বাতিল হইবে।

১১। বক্রী বাচনিক শুনানীকালে নিবেদিত।

অতএব বর্নিত অবস্থা ও কারণাধীনে অত্র আপীল মামলা গ্রহন করতঃ বাদী/রেসপনডেন্টকে সমন দানের বিজ্ঞ নিম্ম আদালতের নথী তলবে আনিয়া উভয় পক্ষকে শুনানী অন্তে বিজ্ঞ নিম্ম আদালতের তর্কিত একতরফা রায় আদেশ ও ডিক্রী রদ ও রহিত ক্রমে দেওয়ানী ২৪/০৭ইং মামলা রায় ও ডিক্রী বহাল করার আদেশ দানের মর্জি হয়।

সার্টিফিকেট

অত্র আপীল মামলায় মেমো আপীল মামলা সংক্রান্তযাবতীয় কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তুত করা হয়। আপীলে আপীল্যান্টগন জিতার সমূহ সম্ভবনা রহিয়াছে। আপীল শুনানীকালে নিম্ম স্বাক্ষরকারী আপীল্যান্ট পক্ষ সমর্থন করিবে।